"বন্দীশালায় জাগিবে বন্দী সেই সে প্রভাত কালে
কোটি মানবের মিলিত কণ্ঠে উঠিবে জয়ধ্বনি,
পথে প্রান্তরে শ্মশানে শ্মশানে কোটি নরকঙ্কালে
শুনিব অমৃত অগ্নি-মন্ত্র উঠিতেছে রণরণি।"

জয় বাংলা

সংখ্যা

"কচি শিশু বেঁধে বেত্রাঘাত
করেছে রে এই ক্রূর স্যাঙাত।
মা বোনেদের হরেছে লাজ
দিনের আলোকে এই পিশাচ।
বুক ফেটে চোখে জল আসে,
তারে ক্ষমা করা? ভীরুতা সে!"

CENTRE FOR STUDIES IN SOCIAL SCIENCES

CENTRE FOR STUDIES IN SOCIAL SCIENCES, CALCUTTA

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২

রিপ্রোডাকশন সিণ্ডিকেট

ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন

৭-১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত
(দাদাঠাকুর)

বিভিন্ন মিলের ধুতি, শাড়ী, বোম্বে প্রিন্টেড টেরিকট, টেরিলিনের শাড়ী ও যাবতীয় টেরিকট, টেরিলিন ও সুতী সার্টিং ও কোটিং এর বিরাট আয়োজন।

এ ছাড়া অতি সুলভে বিনি, মফৎলাল গ্রুপ, গোয়ালিয়র স্যুটিং এবং টাটা মিলের যাবতীয় সুতী টেরিকট ও টেরিলিনের টুকরা ছিটের শ্রেষ্ঠ সম্ভার।

মুদ্রা বস্ত্রালয়

জঙ্গিপুর পোষ্ট অফিসের পার্শ্বে

৫৭শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—৩১শে চৈত্র বুধবার, ১৩৭৭ ইং 14th April. 1971 | ৪৬শ সংখ্যা

সকল ঘরের তরে...

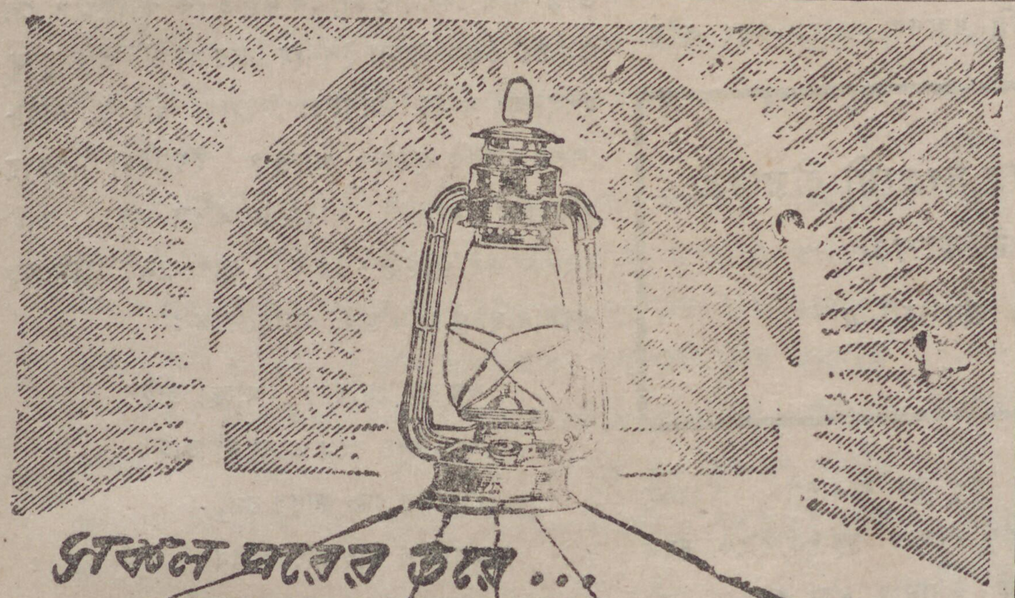

দীপ্তি লণ্ঠন

ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

রান্নায় আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির অভিনব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।

রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া না থাকায় ঘরে ঘরে ঝুলও জমবে না।

জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে খুশী করবে।

- ধুলা, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
- স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
- যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

খাস জনতা

কেরোসিন কুকার

ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ

৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

ষ্টার ও প্যাগোডা ব্র্যাণ্ডের
সর্ব্বাধুনিক ডিজাইনের সকল রকম
কার্ডের বিরাট সমাবেশ।

॥ **পণ্ডিত প্রেস** ॥

রঘুনাথগঞ্জ : মুর্শিদাবাদ

শুভ বিবাহে

স্কুল, কলেজ ও পাঠাগারের
মনের মত ভাল বই
সবচেয়ে সুবিধায় কিনুন

STUDENTS' FAVOURITE

Phone—R.G.G. 44.

জয় বাংলা

জঙ্গিপুর সংবাদ

৩১শে চৈত্র বুধবার সন ১৩৭৭ সাল।

'জয় বাংলা'

—:—

বাংলাদেশের সার্বভৌম সরকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আনুষ্ঠানিকভাবে আলোচ্য নবীন গণতান্ত্রিক প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠিত হওয়ার কথা বিভিন্ন সূত্র হইতে জানা গিয়াছে। **বাংলাদেশের সার্বভৌম সরকারকে আমরা সান্তর অভিনন্দন জানাইতেছি।**

দুঃসহ ব্যথার অবসানে যে বিশাল প্রাণের জন্ম হইয়াছে, তাহাকে রোধ করিবে কে? ইয়াহিয়া জঙ্গীচক্র? না, এ নবতরঙ্গ রোধ করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। তৃতীয় সপ্তাহ হইতে চলিল, বাংলাদেশে জঙ্গীদাপট তীব্রতর হইয়া উঠিয়াছে। ঝাঁকে ঝাঁকে বিমান নির্বিচারে বোমা ফেলিতেছে আর পাক-বেতার তাহারই ভিত্তিতে আপন কৃতিত্ব জাহির করিয়া চলিয়াছে। এত বড় অবিচার, এমন জঘন্য অত্যাচার দিনের পর দিন ঘটিয়া চলিয়াছে, অথচ পৃথিবীর তাবৎ শক্তিশালী দেশ বা জাতির নীরবতা তাহাদের কোন্ মহিমা দান করিতেছে ভাবিতে পারি না। নিরস্ত্র মানুষের দলে দলে মৃত্যুবরণ আর ব্যাপক নরহত্যার পৈশাচিক উল্লাস —ইহাই পাক-শাসনের প্রকৃত স্বরূপ।

অথচ দৃঢ় মনোবলে বলীয়ান বাংলার মানুষকে নিরস্ত করা গেল না। তাহাদের কণ্ঠে 'জয় বাংলা' শ্লোগান আজিও উচ্চারিত হইতেছে। যে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন লইয়া মুজিবর রহমান নামিয়াছিলেন এবং কোটি কোটি বাঙালী যেভাবে সোচ্চার হইয়াছিলেন, জঙ্গীশাহী তাহার মোকাবিলা করিল বন্দুক-বেয়নেটে এবং শেষপর্যন্ত কামানে-বোমায়। তৎসত্ত্বেও বীর বাঙালী গাহিল:

বন্ধু, তোমার ছাড় উদ্বেগ, সুতীক্ষ্ণ কর চিত্ত,
বাংলার মাটি দুর্জয় ঘাঁটি বুঝে নিক দুর্বৃত্ত।
মূঢ় শত্রুকে হানো স্রোত রুখে, তন্দ্রাকে কর ছিন্ন,
একাগ্র দেশে শত্রুরা এসে হয়ে যাক নিশ্চিহ্ন।

আমরা ইতিপূর্ব্বে বাংলাদেশের মানুষের এই সংগ্রামকে অভিনন্দিত করিয়াছি। ধিক্কার দিয়াছি বর্বরোচিত আক্রমনের। অসংখ্য মাতৃমন্ত্রী বীর হাসিমুখে 'জয় বাংলা' বলিয়া মৃত্যুবরণ করিয়াছেন তীব্র প্রতিরোধ করিয়া। আর মরীয়া পাক সৈন্যবাহিনী পশুর ক্ষিপ্ততায় নানাভাবে বাংলার বুকে আঘাত হানিতেছে। একদিকে সর্বাধুনিক সমরসম্ভার সজ্জিত সুশিক্ষিত লক্ষ পাক-সৈন্য অপরদিকে অপ্রচুর মামুলি ধরণের সমরোপকরণ লইয়া

ওপার বাংলার সংগ্রামী বীরদের
উদ্দেশে
শ্রদ্ধা জানাই ॥

মুক্তিফৌজ। সম্বল শুধু দৃঢ় মনোবল। ইহারই প্রচার পাকিস্তান কিছু সংখ্যক দুষ্কৃতকারীকে দমন করিতেছে। পাক জমানার নয়া হাল! কী নির্লজ্জ! কী জঘন্য মনোবৃত্তি! বাংলাদেশের শিশু-বৃদ্ধ-নারী দুষ্কৃতকারী বৈকি! তাহাদের উপর বেপরোয়া বোমাবর্ষণ এবং মহিলাদের আগাইয়া দিয়া পিছন হইতে মিলিটারী মুক্তিফৌজকে আক্রমণ করিতেছে, তাহা বীরত্বে এক উজ্জ্বল চিত্র বৈকি!

কিন্তু কেন? সাড়ে সাত কোটি বাঙালীর পনের কোটি বজ্রমুষ্টিতে যে দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত হইয়াছে, যেখানে সকলে দ্বন্দ্ববিভেদ ভুলিয়া বাংলার প্রতিষ্ঠায় উষ্ণ-শোণিত ধারায় বাংলার মাটি সিক্ত করিয়া চলিয়াছেন, তাহাতে সারা পৃথিবীর নীরবতা কেন? সাক্ষীগোপাল রাষ্ট্রসংঘ কি একটি বিশেষ শক্তিশালী রাষ্ট্রের ইঙ্গিতে চলেন? ভবিষ্যতের ইতিহাসে বাংলাদেশের এই অমর অধ্যায় যেদিন রচিত হইবে, সেদিন তথাকথিত শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলির এবং রাষ্ট্রসংঘের এই নীরবতাকে ঐতিহাসিকগণ এবং আগামী দিনের মানুষ ক্ষমা করিতে পারিবে কি?

তবুও নিরস্ত্র বাঙালীর সংগ্রাম ব্যর্থ হয় নাই। তাঁহাদের আত্মদান বাংলায় যে জাগরণ আনিয়াছে, জঙ্গীশাহী তাহার পরিসমাপ্তি ঘটাইতে সক্ষম হইল না। বাংলাদেশ আজ আর পাকিস্তানের পকেট নয়। ইসলামে ধ্বজাধারীদের দৃষ্টিতে বাংলাদেশের বাঙালী মুসলমান কি আজ কাফের? যে জাতি আত্মমর্যাদার দাবীতে সোচ্চার, যে জাতির সবকিছুর উর্দ্ধে আজ দেশমাতৃকা, সে জাতি কি কাফের? সে জাতির চিন্তা-ভাবনা ইসলাম বিরোধী? তাই বুঝি ইসলামের সার্থক উদ্গাতা তাহারা যাহারা নারী-শিশুর ব্যাপক হত্যায় প্রমত্ত? ইয়াহিয়া সরকার বুঝিয়াছে বাঙালী মরিয়াও মরিল না। তাই বাংলার জয় প্রতিষ্ঠিত হইল। দুঃশাসনের রাজত্বের অবসান ঘটাইয়া বাঙালী গাহিতেছে:

শয়তান মোরা? আচ্ছা তাই
আমাদের পথে এসো না ভাই।
মোদের রক্ত-রুধির রথ,
মোদের জাহান্নামের পথ
ছেড়ে দাও ভাই জ্ঞান-প্রবীণ,
আমরা কাফের ধর্মহীন।

* * *

চাই না ধর্ম, চাই না কাম,
চাই না মোক্ষ, সব হারাম
আমাদের কাছে; শুধু হালাল
দুশমন খুন্ লাল্-সে-লাল ॥

জয়তু স্বাধীন বাংলা! জয়তু আত্মদানকারী বাঙালী! জয়তু শেখ মুজিবর!

ওরা আর আমরা

—বরুণ রায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

স্বাধীন বাংলাদেশের পক্ষ থেকে মেজর রহমান আমাদের স্বাগত জানালেন। আমাদের জীপ দুটি থেকে সমস্ত মাল খালাস করা হোলো। চারটি ছেলে সেগুলি বয়ে ভিতরে নিয়ে গেল।

একটি বড় আমগাছের নীচে মাঠের মধ্যে সবুজ ঘাসের উপর আমরা গোল হয়ে বস্‌লাম। মেজর রহমান প্রথমেই জান্‌তে চাইলেন আমাদের—আসার পথে কোন অসুবিধা হয়েছে কিনা। তাঁর হাতে সময় বেশি ছিল না। মিনিট কুড়ির মধ্যেই তাঁকে দিনাজপুর শহরের উপকণ্ঠে মুক্তি ফৌজের গোপন ঘাঁটিতে রওনা হতে হবে। আমাদের আটজনের মনে হাজারো প্রশ্ন তখন ঠেলে উঠ্‌ছে। কিন্তু এলোপাথাড়ি প্রশ্নোত্তরের সময় নাই। কাজেই আমাদের মুখপাত্র হয়ে একজন কথা চালালেন। সংক্ষেপে সেই প্রশ্নোত্তর আমি সাজিয়ে দিচ্ছি।

প্রশ্ন : বঙ্গবন্ধু মুজিবের খবর কি ? আপনারা তাঁর সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে চল্‌ছেন কি ?

উত্তর : আমাদের রেলপথ, টেলি-কমিউনিকেশন, বড় রাস্তা সবকিছু ব্যবহারের অযোগ্য করে তোলা হয়েছে। গ্রামের পথে সাইকেল, মোটর সাইকেল, জীপ এবং নদীপথে নৌকার সাহায্যে আমাদের যোগাযোগ রক্ষা করতে হচ্ছে। ফলে এখন আর কোন কেন্দ্রীয় (Unified) কম্যাণ্ডের অধীনে থেকে এই লড়াই চালানো সম্ভব হচ্ছে না। আঞ্চলিক নেতৃত্বের অধীনে এই লড়াই চল্‌ছে। মুজিব বেঁচে আছেন, কিন্তু তাঁর সঙ্গে সর্বক্ষণের যোগাযোগ রাখা এখন আর সম্ভব হচ্ছে না।

প্রশ্ন : দিনাজপুর রণাঙ্গনের বর্ত্তমান অবস্থা কি ?

উত্তর : আপনারা আসার পথে তো দেখ্‌তে দেখ্‌তে এলেন যে গ্রামাঞ্চলে কোথাও শত্রুর কোন চিহ্ন নাই। শত্রু দিনাজপুর শহরে গর্ত্তের শিয়ালের মত লুকিয়েছে। সেখান থেকে চারিদিকে এলোপাথাড়ি মেশিনগান চালাচ্ছে, কামানের গোলা দাগ্‌ছে। প্রথম দিকে শহর থেকে ৩০/৪০ জনের এক একটা দল বের হয়ে কাছের গ্রামে ঢুকে লুঠপাট করেছে, নির্বিচারে বেয়নেট চালিয়েছে, ঘরে আগুন লাগিয়েছে। কিন্তু পাল্টা আঘাত শুরু হওয়ার পর যখন শত্রু দেখ্‌ল যে এভাবে হানা দিতে এসে তাদের দলের বেশির ভাগকেই হতাহত ফেলে পিছু হট্‌তে হচ্ছে তখন তারা আর এভাবে হানা দেওয়া বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছে।

প্রশ্ন : দিনাজপুর শহরে শত্রুর সৈন্য সংখ্যা কত ? তাদের মজুত অস্ত্রশস্ত্র ও রসদের পরিমাণ কি রকম ?

উত্তর : শত্রুর সৈন্য সংখ্যা কত সেটা আমরা জানি, কিন্তু সেটা প্রকাশ করা ঠিক হবে না। ওদের হাতে ভারী কামান, মেশিনগান ও

—অষ্টম পৃষ্ঠায় দেখুন

কোথায় হতেছে ভোর

—বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

(জীবনানন্দ দাসের 'রূপসী বাংলা' মনে রেখে)

কোথায় হতেছে ভোর কান্নার তিমিরে—
নদীগুলি করমচার চেয়ে গাঢ় লাল,
কুয়াশায় মনে হয় হাজার হাজার মানুষের রক্ত,
মনে হয় কারা যেন স্থির শুয়ে আছে,
হয়তো এ বাংলার কিশোর কিশোরী তারা, সারা রাত
নৌকা বেয়ে, গান গেয়ে হয়েছে মাতাল—
এখন ঘুমায় তারা। কাকডাকা জ্যোৎস্নার মতো
ম্লান ঠাণ্ডা সূর্য
হাত রাখে তাদের শিয়রে—
অথবা জননীগর্ভ ছিঁড়ে কাঁপে নবজন্ম নদীর ওপারে কাঁপে
প্রত্যাশায় নদীর এপারে।

* * * *

মা, তুই পাপীর স্পর্শ ধুয়ে ফ্যাল

—সামসুল হক

মা, তুই পাপীর স্পর্শ ধুয়ে ফ্যাল, স্নান কর নির্মল নদীতে,—
জোয়ারে ছাপায় কূল—লাল জল—বুক থেকে টাটকা প্রবাহিত।
নদীর উপরে নৌকো, গান ওঠে—জয় বাংলা,
দস্যু কেঁপে ওঠে ;
মাগো শুধু তোর জন্যে ঘাট জুড়ে সূর্য-গলা লক্ষ পদ্ম ফোটে।
মা, তুই পাপীর স্পর্শ ধুয়ে ফ্যাল আমাদের রক্তের নদীতে।

যা দেখে এলাম

—সমীর সরকার

আমি সাংবাদিক নই। কৃষ্ণনাথ কলেজের রসায়নের ছাত্র। গত ৩রা এপ্রিল পূর্ব-বাংলায় গিয়েছিলাম নিছক কৌতুহল মিটাবার জন্য নয়; —বাঙালীর প্রতি বাঙালীর যে রক্তের টান সেই টানে উপস্থিত হয়েছিলাম পূর্ব-বাংলার কুষ্টিয়া জেলায়। সঙ্গে ছিলো কলেজেরই এক বন্ধু।

কেমন করে গিয়ে হাজির হলাম, সে প্রশ্ন এখানে অবান্তর। কারণ, আমি আমার ভ্রমণকাহিনী জানাবার জন্য লিখতে বসি নি, বা আপনারা যারা পূর্ব-বাংলার লোক তাদের কাছে পূর্ব-বাংলার রূপ বর্ণনা করে 'মায়ের কাছে মামার বাড়ীর গল্প' করার সময় আমার নেই। লিখতে বসেছি ওদের সাড়ে সাত কোটি সংগ্রামী মানুষের সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য। ওরা অনুরোধ করেছে "আপনারা আমাদের এই সংগ্রামের কথা সমগ্র বিশ্ববাসীকে জানিয়ে তাদের মানবিকতা বোধ জাগ্রত করুন। স্বৈরাচারী শাসক ওই ইয়াহিয়া খানের বর্বরতার কথা জানান বিশ্ববাসীকে,—জানান, পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যদের পাশবিক গণহত্যার কথা। কাগজে লিখুন কেমন করে সাড়ে সাত কোটি মানুষ মহান্ নেতা শেখ মুজিবরের নেতৃত্বে দেশের জন্য সংগ্রাম করছে। আপনারা সবাইকে বলুন—আপনারা লিখুন। এই গণহত্যার প্রতিবাদ করুন।"

ভিয়েতনাম দেখার সৌভাগ্য হয় নি। শক্তিমদমত্ত আমেরিকার সঙ্গে ভিয়েতনামীদের অভূতপূর্ব যুদ্ধের কথা শুনেছি। কিন্তু, পূর্ব বাংলার ভিয়েতনামীদের মতো সংগ্রামী মানুষ দেখলাম যারা আমাদের ভাষায় কথা বলে। তাদের সংস্কৃতির সঙ্গে আমাদের সংস্কৃতির অদ্ভুত মিল।

স্বৈরাচারী জঙ্গীশাসক ইয়াহিয়ার ভাষণ উদ্ধৃত করে ওরা বললেন, "সাড়ে সাত কোটি মানুষের বাঁচার লড়াইকে দেশদ্রোহিতা বলে না। এ আমাদের বাঁচার লড়াই। এ লড়াইয়ে আমাদের জিততেই হবে।" একজন আওয়ামী লীগের সদস্য বললেন, "আপনারা যেমন ভগবানকে ভক্তি করেন, আমরা যেমন আল্লাকে ভক্তি করি সেই রকম আমরা ভক্তি করি শেখ মুজিবর রহমানকে।"

"শেখ মুজিবর এখন কোথায়?" এই প্রশ্নের জবাবে ওই কর্মীটি বললেন "তিনি সম্পূর্ণ মুক্ত এবং গোপন স্থান থেকে তিনি আমাদের যুদ্ধের নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছেন।"

সমস্ত বাড়ীতে স্বাধীন বাংলার পতাকা পত্ পত্ করে উড়ছে পতাকাটি হচ্ছে সবুজ। তার মধ্যে লালরঙের গোলাকৃতির মধ্যে হলুদ রঙের বাংলাদেশের মানচিত্র।

ওরা স্বীকার করলো, "পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকদের শোষণ কায়েম রাখবার জন্য হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি হয়েছে।" একজন আমার হাত ধরে বললেন, "আজ আমরা অনুভব করছি যে আমরা সবাই ভাই ভাই। আমাদের সবচেয়ে বড়ো পরিচয় আমরা বাঙালী। আমাদের মা বাঙালী, আমাদের বাবা বাঙালী, আমরা সবাই বাঙালী।"

সন্ধ্যে হয়ে আস্ছে। আমার সঙ্গের ছেলেটি তাগাদা দেয় ফিরবার জন্য তাদের বল্লাম, 'এবার আমরা চলি।'

"এরই মধ্যে যাবেন কি? পিণ্ডির শাসকদের শোষণের কথা তো কিছুই বললাম না। আজ আপনাদের এখানেই থাকতে হবে।"

আমাদের কোন আপত্তিই টিকে না। শুনতে হয় ওদের দুঃখের কথা। ওরা বলে চলে, "সোনার বাংলাকে পশ্চিম পাকিস্তানীরা ২৩ বছর থেকে শুধু শোষণই করে চলেছে। সমগ্র বিশ্বের মোট উৎপাদনের শতকরা ৮০ ভাগ পাট এই পূর্ব বাংলায় হয়। এই পাট পশ্চিমারা আমাদের কাছ থেকে কিনে ২০ টাকা মণ, আর ওরা বিক্রী করে ৩০ টাকা। এখানে যে পরিমাণ চাল হয় তাতে এখানকার লোকদের গোটা বছর ভালোভাবে হবার কথা। কিন্তু সে চাল খায় পশ্চিম পাকিস্তানীরা, আর আমাদের জন্য ওরা পাঠায় পচা ভুট্টা। আমাদের এখানকার চিনি আমরা চোখে দেখতে পাই না।"

সূর্য্য কখন ডুবে গিয়েছে টের পাই নি। শুনে চলেছি ওদের ২৩ বছরের জমাটবাঁধা দুঃখের কথা। দুঃখের কথা বলতে বলতে কেউ বা ওরা কাঁদছে আবার যারা একটু জোয়ান তারা কোন রকমে চোখের জল সংবরণ করার বৃথা চেষ্টা করছে।

খাওয়ার ব্যবস্থা ওদের একজনের বাড়ীতেই হয়েছিলো। নয়টার মধ্যে খেয়েদেয়ে আবার শুনতে বসলাম ওদের কথা। গ্রামের সমস্ত লোক ঘিরে ধরে শুনাচ্ছে তাদের কথা। সবাই আগে বলতে চায় পশ্চিম পাকিস্তানীদের অমানুষিক হত্যার কথা। (যার কিছু পরিচয় আপনারা পাচ্ছেন কাগজে।) ওরা বলে, "সাম্রাজ্যলোভী বৃটিশ শাসকদের অত্যাচারকেও ওরা হার মানায়। বিদেশী বৃটিশরা আমাদের শত্রু ছিলো এবং ওরা শত্রুরূপেই ছিলো। কিন্তু এবার দীর্ঘ ২৩ বছর মিত্ররূপী শয়তানের সঙ্গে আমরা ঘর করেছি। দীর্ঘ ২৩ বছর ওরা আমাদের শাসনের নামে শোষণ করে চলেছে। সোনার বাংলাকে করেছে ওরা শ্মশান। কিন্তু আর নয়। ওদের নাগপাশ থেকে আমরা মুক্ত হবই।"

জিজ্ঞাসা করলাম, "যুদ্ধের ফলাফল সম্বন্ধে আপনারা কি চিন্তা করেন?" সবাই এক সঙ্গে জবাব দিলেন, "এ যুদ্ধে আমরা জিতবই।" আওয়ামী লীগের সদস্যটি বললেন, "এ যুদ্ধে আমাদের জয় হবেই। কারণ এ হচ্ছে অশুভ শক্তির সঙ্গে শুভ শক্তির সংঘাত—এ হচ্ছে সুরাসুরের যুদ্ধ। এ যুদ্ধে অসুর নিহত হবেই। আর তাছাড়া....." ছেলেটির চোখ ছল্ছল্ করে উঠে, আমরা সংখ্যায় সাড়ে সাত কোটি। আমাদের শেষ রক্তবিন্দু স্বাধীনতা রক্ষার জন্য উৎসর্গ করবো। আর যদি পরাজয় হয় তবে ইয়াহিয়া পাবে সাড়ে সাত কোটি সংগ্রামী মানুষের

—অষ্টম পৃষ্ঠায় দেখুন

যা'দের রেখে এসেছিলাম

—ডঃ সচ্চিদানন্দ ধর

আমাদের একটু জ্ঞান বুদ্ধি যখন হয়েছে তখন থেকেই আমরা স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখ্‌তাম। জন্মেছিলাম পরাধীন ভারতে। ইংরাজ রাজত্বে। একটু বড় হয়েই বুঝেছিলাম ইংরাজ আমাদের জাতির শত্রু। শাসক,—শোষক। আমাদের বাল্যে এবং কৈশোরে আমরা মনে করতাম—ইংরাজকে যে কোন ভাবে সরিয়ে দিতে পারলেই আমরা স্বাধীন হব,—"স্বরাজ" পাব। তখন "স্বাধীন হওয়া" এবং "স্বরাজ পাওয়া"র ঠিক ঠিক অর্থ বুঝতে পারিনি। তবে ইংরাজকে হঠাতে হবে,—এবং ইংরাজকে হঠাবার সহিংস-অহিংস সকল কাজই 'স্বদেশীয়ানা' —এ'টা বুঝতাম। মনে করতাম ইংরাজ তাড়াবার কাজে যদি নিজে সামান্যতম কিছু করতে পারি!

আমার জন্মস্থান শ্রীহট্ট জেলায়। ভারত যখন দ্বিখণ্ডিত হয়ে ইংরাজ শাসনের মুক্ত হল তখন শ্রীহট্ট জেলা ছিল আসামে। ভারতের অংশ হিসাবে। তারপর আবার গণভোটের জোরে চলে গেল পূর্ব্ব-পাকিস্থানে।

আমার জন্মভূমি পাকিস্থানভুক্ত হবার পরই আমাদের পরিবারের একটা অংশ চলে আসেন ভারতে। আমি কার্য্য উপলক্ষ্যে ভারতেই ছিলাম এবং আছি। আমি বহু নাগরিকত্বের অভিজ্ঞতা লাভ করেছি। জন্মেছি বৃটিশ নাগরিক, (তখন ভারতীয়দের পাশাপাশি বৃটিশ নাগরিক লেখা হত) তারপর ভারতীয়, তারপর গণভোটে পাকীস্থানী, তারপর আবার নব-ভারতীয়! 'নব-ভারতীয়' বল্‌ছি এর জন্য যে আমার পরিবার 'রিফিউজি' বা শরণার্থী হিসাবে ভারতের নাগরিকত্ব লাভ করেছে!

যেখান থেকে ছিন্নমূল 'রিফিউজি' হয়ে এসেছি,—আমার সেই জন্মভূমি—শ্রীভূমি—শ্রীহট্ট—সত্যি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য আর প্রাচুর্য্যের হাট। কবি আর বাউল বৈষ্ণবের দেশ! দেশে অনাবৃষ্টি নাই, অতিবৃষ্টি নাই। বন্যা নাই, খরা নাই। অভাব নাই, ভিখারী নাই বল্লেই চলে। বাপদাদাদের জোতজমির উপর নির্ভর করে মোটামুটি একটি যৌথ পারিবারিক জীবনযাত্রা চলে যেত। বাড়ীর কাজকর্ম্মের লোকেদের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান দুই-ই ছিল। চাষবাসের কাজেও হিন্দুর চেয়ে মুসলমানরা-ই বেশী অংশ নিত। আমাদের কৈশোর-যৌবনের সন্ধিক্ষণে দেশে স্বাধীনতা আন্দোলন বেশ জোরদার হয়। তখনকার রাজনীতিতে হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক সমস্যা ছিল বলে মনে পড়ে না। আর উচ্চমহলের রাজনীতিতে থাকলেও পল্লী জীবনের শান্তপরিবেশকে সাম্প্রদায়িকতার বিষ কলুষিত করতে পারিনি।

ইংরাজের রাজনীতির কৌশলে ধর্ম্মকে ভিত্তি করে বেশ একটা অপ্রীতি ও বিদ্বেষের আবহাওয়া সৃষ্টি হয়েছিল। বাংলাদেশের স্নিগ্ধ-পরিবেশে, বৈরাগী-বাউল-ফকির-দরবেশের প্রেম সাধনার ক্ষেত্রে এই বিদ্বেষ কখনও বদ্ধমূল হতে পারেনি। সাময়িক উস্কানি আর প্ররোচনায় মধ্যে মধ্যে হয়তো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দেখা দিয়েছে। কিন্তু এ দাঙ্গা ছিল অতি সাময়িক। যেমন ভাইয়ে ভাইয়ে ঘরোয়া কোন্দল। আবার মিলমিশ। দাঙ্গার পর প্রতিবেশীরা পরস্পর লজ্জিত। আবার চলল স্বাভাবিক জীবনযাত্রা।

কিন্তু ভারত বৃটিশ শাসনমুক্ত হবার আগে এই সাম্প্রদায়িক মনোভাব বিশেষ করে মাথা চাড়া দিয়ে উঠ্‌ল। বৃটিশরা আমাদের বুঝালে আমরা পরস্পর থেকে আলাদা। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, আদিবাসী তপশীলী জাতি এমনি করে—নানা শ্রেণীতে ভাগ করে তারা আমাদের স্বার্থ দেখাতে লাগ্‌লো। "বিশেষ" সুবিধা'র নামে আমরা "সাধারণ" স্বার্থের কথা ভুলে গেলাম। ভারত স্বাধীন হলো,—বৃটিশ শাসনমুক্ত হল।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা এলো সাম্প্রদায়িক রক্ত ক্ষয়ের মধ্য দিয়ে। স্বাধীন হয়ে বাঙ্গালীরা আর "বাঙ্গালী" থাকল না। 'বাংলা'র খণ্ডিত এক অংশ হল "পশ্চিমবাংলা"। আর এক অংশে বাংলার নাম গন্ধই থাকল না—তা'হল পূর্ব্ব পাকিস্থান। অন্যেরা প্রায়ই সময় নির্দ্দেশ করতে বলে থাকেন "স্বাধীনতার"—পর। আমরা যাঁরা উদ্বাস্তু—তারা বলি "দেশ বিভাগের" পর। আমাদের কাছে "স্বাধীনতা" আসেনি। এসেছে "দেশ বিভাগ"। বাংলাদেশকে ভাগ করে দুই শ্রেণীর উদ্বাস্তু হয়েছে। ভারতে পাকীস্থানাগত, আর পাকীস্থানে ভারতাগত উদ্বাস্তু। উদ্বাস্তুদের চোখের জল স্বাধীনতার আশীর্ব্বাদকে সম্পূর্ণ উপলব্ধি করতে দেয়নি।

বাস্তুভূমি পূর্ব্ববাংলায় যা'দের রেখে এসেছিলাম মনে করেছিলাম—আমার সেই নিরীহ মুসলমান ভাইয়েরা সুখেই থাক্‌বে। জন্মভূমির কথা মনে করে কত দীর্ঘশ্বাস ফেলেছি। সুদীর্ঘ ২০/২২ বৎসরে হারানো মণির শোক ভুলে গিয়েছিলাম। এই ভেবে সান্ত্বনা পেয়েছিলাম যে বাস্তুভূমি যে সব মুসলমান ভাইদের ছেড়ে দেশান্তরী হলাম তারা সুখে থাক্। কিন্তু হায়! স্বাধীনতার সুখ বাঙ্গালী মুসলমান ভাইদের ভাগ্যেও জুটল না। সংখ্যায় গরিষ্ঠ হয়েও ঐশ্লমিক আদর্শে দৃঢ় থেকেও পূর্ব্ব পাকীস্থানে বাঙ্গালীরা নানাভাবে পশ্চিমের দ্বারা বঞ্চিত ও পীড়িত হচ্ছিল। সবচেয়ে পীড়াদায়ক ছিল—বাংলা ভাষা ও বাঙ্গালী কৃষ্টিকে পশ্চিম পাকীস্থানীরা বদ্ধপরিকর হয়ে ধ্বংস করতে যাচ্ছিল। ভাষা আন্দোলনে বাঙ্গালী জয়ী হয়েছে। পশ্চিম পাকীস্থানী জঙ্গী শাসন ভাষা আন্দোলন দমনে ব্যর্থ হয়েছে। সেদিন থেকে-ই পাকীস্থানী বাঙ্গালীরা বাঙ্গালীত্ব প্রতিষ্ঠা করতে দৃঢ় সঙ্কল্প হয়েছে। ভাষার দাবি প্রতিষ্ঠায়—বহু বাঙ্গালীকে প্রাণ দিতে হয়েছে।

তারপর পাকীস্থানী বাঙ্গালীরা চাইল রাজনৈতিক স্বাধীনতা। গণতান্ত্রিক অধিকার। জঙ্গী শাসনের নামে পীড়নের অবসান।

গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বাঙ্গালী মুজিবুরের নেতৃত্বে,—আওয়ামী লীগের আদর্শে, বাঙ্গালী ঐতিহ্যে এবং কৃষ্টিতে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে এগিয়ে এল। সমগ্র পাকীস্থানের সংখ্যাগরিষ্ঠের গণতান্ত্রিক নেতার মর্য্যাদা পেয়েও শেখ মুজিবুর রহমান জঙ্গী শাসনের দৃষ্টিতে আখ্যাত হলেন "দেশদ্রোহী।" এ অন্যায় বাঙ্গালী মুসলমান সহ্য করল না। পশ্চিম-পাকের সঙ্গে বাঙ্গালী মুসলমানদের আপোষ মীমাংসার কোন ব্যবস্থা না করেই জঙ্গীশাসক বাঙ্গালীকে ও বাঙ্গালা দেশকে ধ্বংস করতে আরম্ভ করেছে। কিন্তু বাঙ্গালী তা' সইবে কেন?

মুজিবুর পাকীস্থানের জিগির বাদ দিয়ে বললেন—"জয় বাংলা।" "আমাদের বাংলা দেশ আমাদের হবে। আমরা আমাদের হারানো মা-কে ফিরে পেতে চাই। আমরা চাই বাংলা দেশ।" মুজিবুরের কণ্ঠে এই বাংলা দেশ গঠনের সঙ্কল্প—এপারের "বাঙ্গালা" হারানো পশ্চিম বাঙ্গালীর কানেও অমৃত মন্ত্র দিয়েছে। যাদের পূর্ব্ব-পাকীস্থানে মুসলমান হিসাবে রেখে এসেছিলাম—আমার প্রতিবেশী—হাবন্, মুছিম, উসমান্, সিরাজ—আজ তারা 'বাঙ্গালী' হয়ে আমাদের ডাকছে। পৃথগন্ন হলেও সহোদর ভাই বাঙ্গালী তো! ভাইয়ের কান্নায় মনটা স্বভাবতই ভারাক্রান্ত হয়ে উঠে। আজ দুর্দ্দিনে পৃথগন্নের উঠানের মাঝের কৃত্রিম দেয়ালটা ভেঙ্গে এক হয়ে গেছে। আমার ভাইয়ের শত্রু, আমারও শত্রু। দুঃখ এবং দুর্দ্দিন আমার হারানো ভাইকে মিলিয়ে দিয়েছে।

——

ওপার বাংলা

—অবনীকুমার রায়

সত্যি অবাক্ লেগেছিলো সেইদিন, যেদিন পূর্বপাকিস্থানের শতকরা ৭২ জন ভোটার শেখ মুজিবুর রহমানের আওয়ামী লীগ্‌কে বিপুল ভোটাধিক্যে জয়যুক্ত ক'রে স্বাধীন বাংলার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত কর্‌বার্ নির্দেশ দিয়েছিলেন।

স্বাধীনতা (?) লাভের পর থেকে সুদীর্ঘ চব্বিশ বছর ধ'রে পশ্চিম পাকিস্থান যেভাবে পূর্ববঙ্গকে শোষণ ক'রে আস্‌ছে, তাতে মানুষের মতো বেঁচে থাক্‌তে হ'লে পশ্চিমি নিষ্পেষণ থেকে তাঁদের মুক্ত হতে হবে, এ বিশ্বাস তাঁদের ক্রমে ক্রমে দৃঢ়তর হ'চ্ছিলো। তারই সার্থক প্রকাশ আমরা দেখ্‌তে পাই পাকিস্থানের গত সাধারণ নির্বাচনে।

তাই, যে ছ'দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে মুজিবুরের এই বিপুল জয়, সেই ছ'দফা দাবী তিনি পেশ ক'র্‌লেন বাঙালীর বেঁচে থাকার অধিকারে। —'বাংলাদেশ'কে স্বাধীন দেশ ব'লে স্বীকার ক'র্‌তে হবে, পররাষ্ট্র নীতি ছাড়া পশ্চিম পাকিস্থান তার উপর আর কোন কর্তৃত্ব ক'র্‌তে পার্‌বে না, কর আদায়, অর্থ, শিল্প বাণিজ্য তাঁরা নিজেরা নিয়ন্ত্রণ ক'র্‌বেন। এ সব ব্যাপারে তাঁরা কারো কর্তৃত্ব সহ্য ক'র্‌বেন না।

ভীত হ'লো ইয়াহিয়াভুট্টো সম্প্রদায়। পূর্ববাংলাই তাদের জীবন-ধারণের প্রধান অবলম্বন। তা যদি হস্তচ্যুত হ'য়ে যায়, তবে তাদের বেঁচে থাকার আর কোন উপায় নেই। অতএব মুজিবুর প্রস্তাব কিছুতেই গ্রহণ করা হ'তে পারে না। ওঁকে শায়েস্তা ক'র্‌তে হবে।

কিন্তু সোজা কথা নয় কোন জাগ্রত জাতিকে ভয় দেখিয়ে তার স্বাধীনতার অধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত করা। ফরাসী সম্রাট্ তা পারেননি, রাশিয়ার জার তা পারেননি, যাঁদের সাম্রাজ্যে সূর্য অস্ত যেতো না সেই ইংরাজ তা পারেননি, আর শক্তিমদমত্ত অ্যামেরিকা ভিয়েৎনামেও তা পারেননি। ইয়াহিয়াভুট্টো তো অতি তুচ্ছ।

তাই পশ্চিম পাকিস্থানে যখন চ'ল্‌তে থাকে বাংলাদেশকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র, তখন 'ওপার বাংলার' রেডিও থেকে 'শের-ই-বংগাল' এর দীপ্ত কণ্ঠস্বর শোনা যায়,—বাংলা দেশের স্বাধীনতার জন্য প্রতিটি বাঙালী তার শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত দান ক'র্‌বে। শোনা যায়,—'ওপার বাংলার' জন-জাগরণের গান, 'সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি'। শোনা যায় এতাবৎ অচ্ছুত রবীন্দ্রনাথ, আর নজ্‌রুলের আরো কতো দেশাত্ম-বোধক সঙ্গীত। 'ওপার বাংলার' সাড়ে সাত কোটি লোকের মুখে ধ্বনিত হ'তে থাকে—আমরা স্বাধীনতা চাই; পশ্চিমের শোষণ থেকে আমরা মুক্ত হ'তে চাই।

প্রমাদ গণলো কুচক্রী বিশ্বাসঘাতক ইয়াহিয়াভুট্টো। বাংলার এই মহাজাগরণকে ব্যর্থ করার জন্যে তারা এক জোর চাল্ চাল্‌লো। —আচ্ছা একটা মীমাংসায় আশা যাক্।

রাজি হ'লেন মুজিবুর। আর ইয়াহিয়াভুট্টো ঢাকায় এসে আলোচনার নামে কালক্ষেপ ক'রে পশ্চিমি শক্তিকে জোরদার ক'রে তুল্‌বার অপচেষ্টা চালাতে লাগ্‌লো। তারপর সুযোগ বুঝে গভীর রাত্রে চোরের মতো ঢাকা থেকে পালিয়ে গিয়ে পশ্চিমি পাক্ রেডিও থেকে অপপ্রচার করা হ'লো—'বিশ্বাসঘাতক মুজিবুর'। কোন মীমাংসা নয়। ধ্বংস ক'রো সোনার বাংলাকে, মুজিবুরের সাধের বাংলাকে, বাংলাদেশের বেঁচে থাকার অধিকারকে।

তারপর যা হ'লো, যা হ'চ্ছে—'ইতিহাস তা লেখে নাই কোন কালে'। —মসিলিপ্ত সে ইতিহাস। মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে তা চিরকলঙ্কিত হ'য়ে থাক্‌বে—বিশ্বাসঘাতক ইয়াহিয়াভুট্টো।

পশুসম বর্বর পশ্চিম পাকিস্থানি ফৌজ আজ নিশ্চিহ্ন ক'রে চ'লেছে 'ওপার বাংলার' সহর গ্রাম-বন্দর, বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতাল ছাত্রাবাস। আজ এই পশুশক্তি হত্যার তাণ্ডবে মেতেছে,—হত্যা ক'রে চ'লেছে লক্ষ লক্ষ নিরীহ মানুষ—পুরুষ স্ত্রী, যুবক যুবতী, শিক্ষক অধ্যাপক, ছাত্র-ছাত্রী, উকিল বিচারপতি—নয় কে? কোন ছাত্রীআবাসের ছাত্রীরা নিজেদের 'ইজ্জৎ' বাঁচাতে ছাদ থেকে লাফ্ দিয়ে আত্মহত্যা ক'রেছেন; আর, তা যাঁরা ক'র্‌তে অবকাশ পাননি, তাঁদের উপর পশুদের যে অত্যাচার চ'লেছে তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। নিরীহ সহরগ্রামবাসীদের

রাস্তায় দাঁড় করিয়ে গুলি ক'রে মারা হ'চ্ছে। মায়ের সামনে মেয়ের উপর অত্যাচার, স্বামীর সামনে স্ত্রীর।

তাই তো আজ পৃথিবীর সমস্ত দেশ স্তম্ভিত, ইয়াহিয়াভুট্টোর নিন্দায় পঞ্চমুখ।

এই হত্যাকাণ্ডে লেলিয়ে দিয়েছে ইয়াহিয়াভুট্টো, কুখ্যাত দুঃশাসক টিক্কা খাঁকে তাদের সর্বপ্রথম অস্ত্র হিসাবে। ঠিক জানা যায় না সে আজ মৃত না জীবিত। কিন্তু যাই হোক না কেন, বাংলাদেশের গদীতে ব'সে বিশ্বাসঘাতক ইয়াহিয়াভুট্টোর অঙ্গুলি সংকেতে বাংলাদেশের উপর যে নির্মম অত্যাচার সে ক'রে চ'লেছিলো (?) তা তার মৃত্যুর পরও তার চরিত্রকে কলঙ্কলিপ্ত ক'রে রাখ্‌বে।

শোনা যাচ্ছে—বাংলা মায়ের বীর সন্তান সামসুদ্দিনের হাতে তার জীবনলীলা শেষ হ'য়েছে। তা যদি সত্যি হয়, তবে ব'ল্‌বো নিয়তির কি নির্মম পরিহাস। খুনের বদলে খুন। আরো ব'ল্‌বো—সাবাস সামসুদ্দিন, বাংলা মায়ের অমর ছেলে।

কিন্তু কী অপূর্ব বীরত্ব 'ওপার বাংলা'র হিন্দু মুসলমানের। সারা বাংলাদেশ আজ স্বাধীনতার জন্য মৃত্যুপণ ক'রেছে। 'এ যৌবন জলতরঙ্গ রুধিবে কে।' কি ক'র্‌তে পারে তাদের ইয়াহিয়াভুট্টোর কামান, গোলা, বারুদ, মর্টার, জেট্‌বিমান, যুদ্ধজাহাজ! 'ওপার বাংলা' আজ মরিয়া। 'জীবনমৃত্যু পায়ের ভৃত্য, চিত্তভাবনাহীন।' তাই, এই বীভৎস অত্যাচারের মধ্যেও তাঁরা সহরের পর সহর অধিকার ক'রে চ'লেছেন—চট্টগ্রাম, বরিশাল, কুষ্টিয়া, কুমিল্লা, রাজসাহী, যশোর, খুলনা, প্রতিষ্ঠা ক'র্‌তে চ'লেছে বাংলাদেশের স্বাধীন সরকার।

যুদ্ধ চ'লেছে,—একদিকে স্বাধীনতাকামী নিরস্ত্র সাড়ে সাত কোটি বাংলা মায়ের বীর সন্তান, আর অন্য দিকে চীন অ্যামেরিকা-রাশিয়ার অস্ত্রপুষ্ট পশ্চিম পাকিস্থান। তবুও এই মহাশক্তিকে রোধ ক'র্‌তে কেউ পার্‌বে না,—কোন দিন কেউ পারেনি। ইতিহাসে তার অনেক নজির আছে।

বাংলাদেশের রক্ত আজ উদ্বেলিত, উন্মত্ত, দেশপ্রেমে ভাস্বর। লক্ষ লক্ষ নরহত্যাতেও তা রোধ করা যাবে না। বীর বাঙ্গালী আজ তাঁর শেষ রক্তবিন্দু দিয়েও 'বাংলাদেশকে' স্বাধীন ক'র্‌বে। সাড়ে সাত কোটি শোষিত নরনারীর মুখে হাসি ফুটিয়ে তুল্‌বে। ইয়াহিয়াভুট্টোর শোষণ থেকে 'বাংলা দেশ'কে মুক্ত ক'র্‌বে।

'জয় বাংলা,' 'স্বাধীন বাংলা,'—আর তার মুকুটমণি শেখ মুজিবুর। 'তোমার জীবনে লভিয়া জীবন, জাগুক তোমার দেশ।'

দেশ জেগেছে। ছেলেরা জেগেছে, মেয়েরাও জেগেছে। মেয়েরা ছেলেদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। তারাও প্রাণ দেবে দেশের স্বাধীনতার জন্য। 'কেবা আগে প্রাণ করিবেক দান তার লাগি তাড়াতাড়ি'। ছবিতে দেখেছি—'ওপার বাংলা'র নির্ভীক্ মেয়েরা রাইফেল হাতে ঘর রক্ষা ক'র্‌ছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংস হ'য়েছে, হাসপাতাল ধ্বংস হ'য়েছে। তা হোক্। তবু 'বাংলাদেশ' স্বাধীন হবে। নতুন করে তৈরী হবে বিশ্ববিদ্যালয়, হাসপাতাল। শতকরা ৭২ জনের রায়কে উপেক্ষা করার কতোটুকু শক্তি আছে ইয়াহিয়াভুট্টোর। 'ওপার বাংলা' তারই প্রমাণ দিচ্ছে জীবন দিয়ে।

শত শত হাজার হাজার টিক্কা খাঁ ম'র্‌বে। হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ বীর শহীদের তাজা রক্তে 'ওপার বাংলার' মাটি রাঙিয়ে উঠ্‌বে। তবু 'বাংলাদেশ' স্বাধীন হবে। মেশিনগান, ট্যাঙ্ক, বোমা, গোলা, বারুদ তাদের বাধা দিতে পারবে না। —কেউ পারেনি, কোনদিন পারেনি। তাদের কিছু নেই, তবু তারা লড়্‌বে শূন্য হাতে। কারণ তারা প্রাণের চেয়েও বেশী ভালবাসে 'বাংলা দেশকে'।

'ওপার বাংলা' আজ বিপন্ন, 'এপার বাংলা' তাই আজ মুখর।—প্রতিবাদ জানাচ্ছে নানা উপায়ে—হরতালে ধর্মঘটে। ত্রিশ হাজারেরও বেশী এপার বাংলার' যুবক আজ ছুটে যেতে চায় 'ওপার বাংলার' ভাইএদের সাহায্যের জন্যে।

'এপার বাংলার' ছাত্র সমাজও আজ পিছিয়ে নেই। সাড়া দিয়েছে তারা ধর্মঘট সভা মিছিল কুশপুত্তলিকাদাহ প্রভৃতির মাধ্যমে। সম্প্রবে ঘোষণা ক'রেছে—'স্বাধীন বাংলা জিন্দাবাদ'। আর এর জন্যে ইয়াহিয়া-ভুট্টো দোষারোপ ক'র্‌ছে ভারতের।

নির্লজ্জ ইয়াহিয়া হাজারো মিথ্যা কথা ব'লে নিজেদের পাপ চেপে রাখার জন্যে দোষ চাপাতে চাইছে ভারতের উপর। বেহায়া আর কাকে বলে। ভারত নাকি 'ওপার বাংলাকে' প্ররোচনা যোগাচ্ছে। কিন্তু ইয়াহিয়াভুট্টোকে জিজ্ঞেস ক'র্‌তে পারি কি—পাশের বাড়ীতে আগুন লাগ্‌লে কোন্ গৃহস্থ নিজের বাড়ীতে চুপ ক'রে ব'সে থাক্‌তে পারে? আর এটা কি ন্যায় ধর্ম?

সারা বিশ্বের, বিশেষ ক'রে ভারতের, দৃষ্টি আজ ঐ 'ওপার বাংলা'র দিকে। ভারতের লোকসভায় আলোচনা হ'য়েছে, প্রধান মন্ত্রীর উপর সর্বদলীয় চাপ দেওয়া হ'য়েছে—সাহায্য কর, দুর্গত 'ওপার বাংলাকে' সাহায্য কর,—যেমন সাহায্য ক'রেছিলেন জহরলাল ইন্দোনেশিয়ায়, যেমন আমরা নৈতিক সমর্থন জানিয়েছি এশিয়ায়, আফ্রিকায়, জাতিপুঞ্জে, সর্বত্র—তেমনি সাহায্য কর 'ওপার বাংলাকে'। ইন্দিরাজী আশ্বাস দিয়েছেন—সময়োচিত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আমরাও সেই আশ্বাস বুকে নিয়ে প্রতীক্ষা করে থাক্‌লাম।

'ওপার বাংলার' জয় হোক।

———

"সব প্রস্তুত যুদ্ধের দূত হানা দেয় পুব-দরজায়,
ফেণী ও আসামে, চট্টগ্রামে ক্ষিপ্ত জনতা গর্জায়।
বন্ধু, তোমার ছাড় উদ্বেগ সুতীক্ষ্ণ কর চিত্ত,
বাংলার মাটি দুর্জয় খাঁটি বুঝে নিক দুর্বৃত্ত॥"

যা দেখে এলাম

৪র্থ পৃষ্ঠার পর

রক্তে রঞ্জিত বাংলা।" ছেলেটির চোখ দিয়ে জল ঝরে পরে। একটু উত্তেজিত হয়ে পড়েন, "না, না, এ বাংলা আমরা দেবো না। আপনারা রয়েছেন, রয়েছে সমগ্র বিশ্বের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ। আমরা জিতবোই। 'বাজপাখী' ওই টিক্কা খাঁকে আমরা শেষ করেছি। লৌহদানব ইয়াহিয়া খানের ওই নখরদাঁত আমরা ভেঙে গুঁড়িয়ে দেবো।"

আরো অনেক কথা ওরা বল্লেন। দেখলাম প্রতিটি মানুষ আজ বারুদের স্তুপ হয়ে আছে। আবালবৃদ্ধবনিতা আজ স্বাধীনতার জন্য চরম মূল্য দিতে প্রস্তুত এবং দিচ্ছেনও।

যখন শুলাম তখন রাত একটা বাজে। একদিকে মাথাভাঙা নদী অপরদিকে পদ্মা। ঠাণ্ডা ফুরফুরে হাওয়ায় লেপ মুড়ি দিয়ে ঘুমোতে দেরী হোল না।

ভোর সওয়া পাঁচটায় আবার বাড়ীর দিকে রওয়ানা দিলাম। গৃহকর্তা অনেকদূর এগিয়ে দিলেন। বিদায় নিবার সময় আবার বল্লেন, "আমাদের কথা বলবেন ওপারের লোকদের।" আমি কথা দিলাম তাঁকে যে আমি আমার সাধ্যমত চেষ্টা করবো। তারপর' এগিয়ে চল্লাম মেঠো পথ ধরে। পিছনের ফেলে যাওয়া গ্রাম আস্তে আস্তে আবছা হয়ে বিলীন হয়ে গেলো। সামনে পড়ে রইলো দিগন্ত বিস্তৃত মাঠ।

ওরা আর আমরা

৩য় পৃষ্ঠার পর

প্রচুর গোলাবারুদ আছে। সাঁজোয়া গাড়ী, জীপ্, ট্রাক সব কিছুই আছে। তবে ওদের রসদ ফুরিয়ে আস্ছে। বাইরে থেকে শহরে খাদ্য যাওয়ার কোন পথ নাই।

প্রশ্ন: শত্রুর হাতে আধুনিক মারণাস্ত্র কি আছে?

উত্তর: ইয়াহিয়ার হাতে রাশিয়ান, চীনা ও মার্কিন সব রকমের সমরাস্ত্র আছে। ট্যাঙ্ক, সাঁজোয়া গাড়ী, সাবার জেট ও অন্যান্য বোমারু বিমান, দূরপাল্লার কামান—অর্থাৎ একটা সুসজ্জিত, সুশৃঙ্খল সেনাবাহিনী আছে। পাঞ্জাবী ও বালুচরা সৈন্য হিসাবেও উৎকৃষ্ট শ্রেণীর।

প্রশ্ন: ওদের সঙ্গে আপনারা লড়বেন কি নিয়ে?

উত্তর: আমাদের হাতে সামান্য রাইফেল, মেশিনগান ও আরও কিছু হাল্কা অস্ত্রশস্ত্র আছে। শত্রুর কিছু কিছু অস্ত্র আমরা কেড়েও নিচ্ছি। কিছু জীপ্, সাইকেল, মোটর সাইকেল ও ট্রাকও আমাদের আছে। অবশ্য শত্রুর তুলনায় আমরা প্রায় নিরস্ত্র।

প্রশ্ন: এই অস্ত্র দিয়ে আপনারা কি করে আশা করেন যে আপনারা এই লড়াই জিত্বেন?

উত্তর: লড়াইয়ের হারজিত তো শুধু অস্ত্রই নির্দ্ধারণ করে দেয় না। আমরা স্বাধীনতার জন্য লড়ছি। আর ওরা একটি মরণপণ জাতির বিরুদ্ধে পশুশক্তিতে বলীয়ান হয়ে হিংস্র আঘাত হান্ছে। আপনারা তো আমাদের দেখ্ছেন, আবালবৃদ্ধবনিতা আজ কিভাবে রুখে দাঁড়িয়েছে, কিভাবে রক্ত দিচ্ছে, প্রাণ দিচ্ছে! ওরা আমাদের মেয়েদের ইজ্জত কেড়ে নিচ্ছে, শিশুদের নির্বিচারে গুলি করে মারছে, যুবকবৃদ্ধ সকলকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার চেষ্টা করছে। কিন্তু ফল কি হচ্ছে? ট্যাঙ্ক ও কামানের মুখেও তো আমরা পিছু হট্ছি না!

প্রশ্ন: ওরা এভাবে হাজার হাজার মানুষকে খুন করছে কেন?

উত্তর: ওরা লড়াইয়ে হারছে। সমরবিদ ইয়াহিয়া লড়াইয়ে না পেরে গোটা বাঙ্গালী জাতকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার চেষ্টা করছে। কিন্তু সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালীর পাঁচ কোটিও যদি খতম হয়ে যায় তবুও এই স্বাধীনতাকে আমরা চোখের মণির মত রক্ষা করব, শত্রুর শেষ সৈন্যটিকে বাংলার মাটি থেকে উৎখাত করব।

প্রশ্ন: এই লড়াইয়ে ওপার বাংলার কাছ থেকে আপনারা কি সাহায্য চান?

উত্তর: আপনারা ভারত সরকারকে বলুন আপ্রাণ চেষ্টা করতে যাতে আমাদের লড়াইয়ের প্রতি বিশ্বের সংগ্রামী মানুষের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়, সকলের সাহায্য আমরা পাই, স্বীকৃতি পাই।

প্রশ্ন: বেসরকারীভাবে আমরা আপনাদের জন্য কি করতে পারি?

উত্তর: চাহিদার কি শেষ আছে? আমাদের ওষুধ চাই, রক্ত চাই, যানবাহন চাই, পেট্রল চাই। আপনারা যা পারেন দিন। তবে লক্ষ্য রাখ্বেন সেই সাহায্য যেন আমাদের হাতে পৌঁছায়। এই ডামাডোলের বাজারে অনেক মতলবী লোক আওয়ামী লীগের কর্মী সেজে আপনাদের ওধারে টাকা পয়সা তুল্ছে।

ঘন্টি বাজিয়ে একটি সাইকেল দ্রুতগতিতে এসে আমাদের কাছে থাম্ল। মেজর রহমান প্রশ্নোত্তর বন্ধ করে নীরব অভিবাদন জানিয়ে তাঁর জীপে উঠে বস্লেন।

দিনাজপুর শহর থেকে শত্রুপক্ষ আক্রমণ সুরু করেছে। (চল্বে)

ওপার বাংলার সাহায্যার্থে

গত ৮ই এপ্রিল 'স্টেট ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়া'র জঙ্গিপুর শাখার স্টাফ এশোসিয়েসন এক বৈঠকে স্থির করেন যে তাঁহারা বাংলা দেশের স্বাধীনতাকামী যোদ্ধাদের সাহায্যের জন্য নিজেদের মধ্যে ১০ টাকা এবং ৫ টাকা হারে সংগ্রহ করে কলিকাতাস্থিত কেন্দ্রীয় এশোসিয়েসনের মাধ্যমে ইণ্ডিয়ান রেড ক্রশ অথবা ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল এশোসিয়েসনকে পাঠাইবেন।

গত ৫ই এপ্রিল কাঞ্চনতলা জে, ডি, জে, ইনষ্টিটিউসনের শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্ম্মচারিবৃন্দ এক সভায় মিলিত হইয়া পূর্ব্ববঙ্গের সাহায্যত্রাণ তহবিলে প্রত্যেকে একদিনের বেতন দিবেন স্থির করিয়াছেন।

জয় বাংলার গান

—শ্রীভক্তরঞ্জন মহাপাত্র

জয় বাংলার গান ঘরে ঘরে দিকে দিকে আজি,
অম্বরে অম্বরে,
মৃত্যুশঙ্কাহীন কণ্ঠে অশনি-নির্ঘোষে
বাজে দৃপ্ত স্বরে ॥
ভিসুভিয়সের জগদ্দল পাষাণ ভেদিয়া
অগ্নি-উদ্‌গিরণ
ফুঁসিয়া উঠিল আজি, উন্মাদ আবেগে শিহরিয়া
টুটিল বন্ধন ॥
শোক, অশ্রু, অপমান তরল বহ্নির মত
রক্তের ধারায়,
ঝরিতেছে সপ্তকোটি বাঙ্গালীর হৃদয়ের জ্বালামুখ হতে,
গঙ্গা-মেঘনায় ॥
দিয়েছি অনেক রক্ত আরো দিব, আরো যত চাই
দিব তুচ্ছ প্রাণ ;
জলাঞ্জলি দিব আজ সুখ, শান্তি, আত্মীয়-স্বজন,
নহে ইন্‌সান ॥
জঙ্গী-দাপট ও স্বৈরাচারী অনাচার সহিব না আর
করিলাম পণ,
দহিয়া নিঃশেষ হব, তবু মনে না মানিব ক্ষয়
দুর্জয় সাধন ॥
ধ্বনিতেছে এই গান ঘাটে, বাটে, অরণ্যে, প্রান্তরে
প্রাসাদচূড়ায়,
দুর্জয় শপথ লয়ে লক্ষ লক্ষ তরুণের দল
চলে দৃপ্ত পায় ॥
বাংলা মায়ের ডাকে নিমেষেতে এক হ'ল
বাঙ্গালীর প্রাণ,
রহিল না ভেদাভেদ, কেবা উঁচু কেবা নীচু
জিম্মি, মুসলমান ॥
অমানিশা শেষ হবে ; পূর্ব্বাচলে উদিবে আবার
নব দিবাকর,
রক্তের আখরে লেখা তোমারই এ অবদান
শেখ মুজিবর !
পশ্চিম বিহার হতে তুচ্ছ এক দীন কবি
চাহে বারংবার,
'বীরের এ রক্তস্রোত' আনিবেই নবচ্ছবি
স্বাধীন বাংলার ॥

টেণ্ডার নোটিশ

মুখ্য স্বাস্থ্যাধিকারিক, মুর্শিদাবাদ, ১৯৭১ সালের ১লা মে হইতে ১৯৭২ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত এ জেলায় সমস্ত প্রকার সরকারী হাসপাতালসহ সেবিকা শিক্ষণ-কেন্দ্রে খাদ্যদ্রব্য সরবরাহের নিমিত্ত টেণ্ডার আহ্বান করিতেছেন। সমস্ত সরকারী হাসপাতালসমূহকে ৯টী কেন্দ্রে (জোন) বিভক্ত করা হইয়াছে এবং সকলপ্রকার খাদ্যদ্রব্যসমূহকে ৩ প্রকারে ভাগ করা হইয়াছে। প্রত্যেক ঠিকাদার মহাশয়কে অনুরোধ করা যাইতেছে যে তাঁরা টেণ্ডার দেবার সময় প্রত্যেক কেন্দ্রে প্রতিটি খাদ্যবিভাগে পৃথক পৃথক ভাবে শতকরা হিসাবের উল্লেখ করেন।

বিশদ বিবরণ সহ টেণ্ডার ফর্ম উক্ত অফিসারের অফিসে সপ্তাহের যে কোন কার্যদিনে বেলা ১১টা হইতে ২টার মধ্যে ২২শে এপ্রিল হইতে ২৬শে এপ্রিলের মধ্যে "২৩ মেডিকেল মিস্‌লেনিয়াস" এই হেডে ৫৲ পাঁচ টাকা ট্রেজারীতে জমাকৃত চালান জমা দিলে পাইয়া যাইবেন।

উক্ত টেণ্ডার জমা দেবার শেষ দিন ২৭শে এপ্রিল ১৯৭১ সাল বেলা ১১টা ধার্য্য করা হইয়াছে।

Chief Medical Officer of Health, Murshidabad.

'ঐ মাটিটা দেখতে বড় সাধ জাগে'

—সত্যেন্দ্রনাথ বড়াল

ঐ মাটিটা দেখতে বড় সাধ জাগে,
ঐ যে মাটি
সোনার মাটি বাংলা মার—
মেঘনা ব্রহ্মপুত্র নদের দুই পারে,
কপোতাক্ষ কর্ণফুলীর ধারে ধারে—
খানিক দূরেই পদ্মাপারের ঐ মাটি
দেখতে ভারি সাধ জাগে।
ঐ যে মাটি
সবুজ মাটি লাল হ'লো,
লাল রঙে নয়—
হাজার লক্ষ নওজোয়ানের,
তাজা বুকের লাল খুনে—
লাল হলো ;
অশ্রুভরা চক্ষু মেলে—
দেখব বারেক সেই মাটি,
মোর মনে সেই সাধ জাগে।
জঙ্গী-শাহীর রক্তচক্ষু তুচ্ছ করে,
দেশজননীর বক্ষখানি আঁকড়ে ধরে
মুক্তি-পাগল হাজার ছেলে হাজার মেয়ে
মরল সুখে আনন্দেতে,
মারল লাখো শত্রু সেনার টুটি চিপে
বীর তরুণী—
রোশেনারার রক্তে-ভেজা
সেই মাটি—দেখতে বড় সাধ জাগে।

নূতন ভিয়েতনাম

—অরুণ মুখোপাধ্যায়

সেলাম। করি সেলাম
কোটি বক্ষের রক্তের রঙে
যারা লিখে গেল এক নাম।
নূতন ভিয়েতনাম।
মাতৃভূমিতে জঙ্গীসেনার
শোষণ শাসন আর অনাচার
সৈনিক ওরা, সহিবে না আর
করেছে মৃত্যু পণ।
নাশিতে দুঃশাসন।
কান পেতে শোন
ওরে শয়তান
ধর্ম্মতলার রাজপথ ধরে
হানয় সূর্য্যে যে বাণীটি ঝরে
চট্ট সূর্য্য মন্ত্রে ছোপান
ওদের রাঙ্গা কৃপাণ।
সোনা বাংলার প্রতি ঘরে ঘরে
যে বাণীটি সাথে রক্ত আখরে
দেশ জননীর শত সৈনিক
রক্তে লিখিল নাম।
নূতন ভিয়েতনাম।

খোকার জন্মের পর..

আমার শরীর একেবারে ভেঙ্গে প'ড়ল। একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখলাম সারা বালিশ ভর্তি চুল। তাড়াতাড়ি ডাক্তার বাবুকে ডাকলাম। ডাক্তার বাবু আশ্বাস দিয়ে বল্লেন—"শারীরিক দুর্বলতার জন্য চুল ওঠে।" কিছুদিনের যত্নে যখন সেরে উঠলাম, দেখলাম চুল ওঠা বন্ধ হয়েছে। দিদিমা বল্লেন—"ঘাবড়াসনা, চুলের যত্ন নে,

দু'দিনেই দেখবি সুন্দর চুল গজিয়েছে।" রোজ দু'বার ক'রে চুল আঁচড়ানো আর নিয়মিত স্নানের আগে জবাকুসুম তেল মালিশ সুরু ক'রলাম। দু'দিনেই আমার চুলের সৌন্দর্য ফিরে এল'।

জবাকুসুম কেশ তৈল

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
জবাকুসুম হাউস ০ কলিকাতা-১২

KALPANA.J.K-84.B

ডাবর আমলা কেশ তৈল

কেশ সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে ও ঘন কৃষ্ণ কেশোদ্গমে সহায়তা করে

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসীলিঃ ও

সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত

যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।

এজেন্ট—শ্রীননীগোপাল সেন, কবিরাজ

অন্নপূর্ণা ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

॥ হর্ষবর্দ্ধন ॥

—শ্রীবাতুল

তুরস্ক ও ইরাণের মতলব : তাদের বিমান করাচি থেকে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সিংহল উপকূল হয়ে ঢাকা যাবে। ঢাকা থেকে ভারতের ওপর দিয়ে উড়ে আবার করাচি।

—ভারত কি শুধু ঘুমায়ে রবে ?

* * *

স্বাধীন বাংলাদেশের সরকারকে চীন, রাশিয়া ও আমেরিকা স্বীকৃতি দেবেন কদ্দিনে ?

—কোন দিনই না। তিনজনেই মনে করেন পশ্চিম পাকিস্তান তাঁদের সুয়োরাণী। গোঁসাঘরে খিল দিলে মুশ্‌কিল আছে।

* * *

শেখ মুজিবর সম্পর্কে যে যাই ভাবুন, কাতুখুড়ো মনে করেন; উনি একটি নাপাক চরিত্র। তিনি বাঙালীর জন্যে, বাংলার জন্যে লড়ছেন; নিজের জন্যে নয়।

* * *

আপনার 'পুকার' কী ?

—জয় বাংলা !

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

রাজস্ব পর্ষদ

বিজ্ঞপ্তি

ভূমি-সংস্কার আইন অনুসারে ১০নং ফরমে প্রদেয় প্রথম রিটার্ণ দাখিলের শেষ তারিখ ১৯৭১ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত বর্ধিত হলো

প্রত্যেক রায়তকে ১৯৬৯ সালের ভূমি-সংস্কার (২য় সংশোধনী) আইন অনুসারে ভূমি-সংস্কার নিয়মাবলীর ১৫(ক) ও ১৫(খ) নিয়মে প্রকাশিত ১০নং ফরম অনুযায়ী রিটার্ণ দাখিল করার শেষ তারিখ নির্দিষ্ট ছিল ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৭০। বর্ত্তমানে সেই রিটার্ণ দাখিলের শেষ তারিখ ১৯৭১ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে।

১৯৭১ সালের ৩০শে জুন মধ্যে ১০নং ফরমে আপনার রিটার্ণ দাখিল করুন।

প. ব. (তথ্য ও জনসংযোগ) বি. ১১৮১/৭১